

পর্যটক শিল্পের বিকাশে ঘটলে স্থানীয় অর্থনীতিতে নতুন অর্থের সঞ্চালন ঘটবে। (দ্র চা বিত্রে(তা থেকে, রিস্তাভান চালক বা বৃহৎ হেটেল ব্যবসায়ী সবই এই শিল্পের সুফল পাবেন। তেরী হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের (ে ত্রে। বেকার সমস্যা জর্জরিত এ জেলায় এ জেলায় এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অবস্থানগত অসুবিধার কারণে ‘উইক এন্ড’ ট্যুরের (ে ত্রে আদর্শ পর্যটনাস্থল হতে পারে মুর্শিদাবাদ।

কপির মরসুমে কপি ঢ্যাড়সের মরসুমে ট্যাড়স, লক্ষা মরসুমে লঙ্কা টমেটোর মরসুমে টমেটো এই তালিকার কোন শেষ নেই। সজী মাঠ তোলার খরচ না পোষানোয় চাষীরা

কাঁচা ফল বা সজী সংর(ণের জন্য নেই পর্যাপ্ত হিমঘর। হাট সংর(ণের এলাকায় বা সজী চাষের এলাকার পাশাপাশি কোন হিমঘর থাকলে চাষীদের অসহায়তা এত পকট হয় না। এ ব্যাপারে বিশেষ সহয়ক হতে পারে খাদ্য প্রাক্রয়াকরণ শিল্প।

শীতের মরসুমে এ জেলায় পর্যটকের ঢল নামে। সারা বছরে যত পর্যটক আসেন তার প্রায় শতকারা ৭০ - ৭৫ ভাগ পর্যটকই আসেন অরটবর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। একমাত্র বিশাল কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে এই পর্যটক আগমন বিঘ্নত হয়না। সাম্প্রতিক কালে ২০০০ সালের ভয়ংকর বন্যায় জেলার পর্যটন শিল্পের এসেছিহ ভাটার টান। হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালার টিকিট বিত্রে(র হিসাব থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কার হবে (সারণী)

জেলায় আগত পর্যটকসংখ্যা

পর্যটক সংখ্যা

মাস	১৯৯৯	২০০০
সেপ্টেম্বর	২২,০০০	১৭০৬৫
অক্টবর	১৯০৮২	১৭০৯৭
নভেম্বর	২১,২৪১	১১,৮০১
ডিসেম্বর	৫২,০৮৪	২২,০০০